দীপান্বিতা প্রোডাকসন্স-এর নিবেদন

বিনিময়

মিতালী ফিল্মস পরিবেশিত

দীপান্বীতা প্রোডাক্‌সনের

সংগঠনে

বিনিময়

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **দিলীপ নাগ**
কাহিনী : **ডাঃ বিশ্বনাথ রায়**
সঙ্গীত পরিচালনা : **কালিপদ সেন**
গীতিকার : **প্রণব রায়**
চিত্রগ্রহণ : দিলীপরঞ্জন মুখার্জি
রূপসজ্জায় : মনোতোষ রায়
শব্দগ্রহণ : নৃপেন পাল
ব্যবস্থাপনা : প্রভাত দাস
সঙ্গীত ও শব্দপুনঃর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ
সাজসজ্জা : দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই
স্থিরচিত্র : এডনা লরেঞ্জ
সম্পাদক : অমিয় মুখার্জি
বহির্দৃশ্য শব্দগ্রহণে : সুজীত সরকার
শিল্পনির্দ্দেশক : সত্যেন রায় চৌধুরী
প্রধান সহকারী পরিচালক : বুল্টু পালিত
দৃশ্যঅঙ্কনে : রামচন্দ্র সিন্ধে

সহকারী :

পরিচালনায় : হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ নিয়োগী, গণেশ দত্ত।
চিত্রশিল্পে : গৌর কর্মকার ॥ সঙ্গীতে : অলোক দে ॥ শব্দগ্রহণে : অনিল নন্দন
সম্পাদনায় : শক্তিপদ রায় ॥ শিল্পনির্দ্দেশে : রবি চ্যাটার্জি ॥ রূপসজ্জায় : সরোজ মুন্সী
ব্যবস্থাপনায় : নিতাই সরকার, অনিল দে, রমনী দাস ॥ সাজসজ্জায় : গণেশ মণ্ডল
বহির্দৃশ্য আলোক সম্পাতে : ডাবু গাঙ্গুলী ॥ আলোক সম্পাতে : কেনারাম হালদার, দুখীরাম নস্কর, ব্রজেন দাস, কেষ্ট দাস, রামখিলান, মঙ্গল সিং, বেনু ধর, জগন ভগত
এন, টি, ১নং ষ্টুডিওতে গৃহীত ও আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে
ইণ্ডিয়া ফিল্ম লেবরেটরীজ (প্রাঃ) লিঃ এ পরিস্ফুটিত

চরিত্র চিত্রণে :

দিলীপ মুখার্জ্জি, অসিতবরণ, তরুণকুমার, রবি ঘোষ, অমর মল্লিক, শিশির বটব্যাল, শিশির মিত্র দিলীপ রায় চৌধুরী, প্রীতি মজুমদার, দুর্গাদাস ব্যানার্জি, সুনীলেশ ভট্টাচার্য্য, কালী চক্রবর্ত্তী সুশীল দাস, শ্যামল ঘোষ, তিনু ঘোষ, মহেন চৌধুরী, পরিতোষ চৌধুরী, সুধীর বোস, পরিতোষ রায় বিদ্যুৎ চক্রবর্ত্তী, তপন দাশগুপ্ত, শচীন চ্যাটার্জ্জি, সলিল রায়, সুনীত মুখার্জ্জি, শৈলেন গাঙ্গুলী প্রভাত দত্ত, বুবু গাঙ্গুলী, কুমুদ রঞ্জন ঘোষ, কালী ব্যানার্জ্জি, প্রসাদ লাহা, প্রশান্ত নাগ, কাজল গুপ্ত, ভারতী দেবী, গীতা দে, গীতালী রায়, আশা দেবী, সীমা রায় চৌধুরী, সুদীপ্তা সাহা, বেলা রায়, রাণীবালা।

কণ্ঠ সঙ্গীতে : দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, সুজাতা চক্রবর্ত্তী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে, শ্রীশান্তি বসু (পি. আর. ও ইষ্টার্ণ রেলওয়ে) শ্রী এ, কে, মিত্র (হাজরা বুকিং অফিস), অমৃত, শ্রীরমেন গাঙ্গুলী (রাঁচী), রায় হোটেল (রাঁচী), রায় ফার্ম্মাসী (রাঁচী), পিণ্টোবার (রাঁচী), আয়ুব খান (রাঁচী), মদন ঘোষ (চক্রধরপুর) ॥ প্রচার সচিব : **ফণীন্দ্র পাল**
একমাত্র পরিবেশক : **মিতালী ফিল্মস (প্রাঃ) লিঃ**

কাহিনী

ওষুধ-ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি শৌভিক মিত্র যাচ্ছে টাটানগরে। সেখানকার ডিস্‌পেন্সারীগুলি থেকে বেশ কিছু অর্ডার সংগ্রহ করে না আনলে, কোম্পানীর কর্ত্তাদের মন রাখা দায় হবে।

ট্রেণে ভয়ঙ্কর ভীড়, বসবার জায়গা পাওয়া যায়নি। একটি মেয়ে 'ডক্টর জিভাগো, পড়তে পড়তে চলেছে। মেয়েটি দয়া করে তার পাশে একটু বসবার সুবিধা করে দিল। এই সুত্রেই মীনাক্ষীর সঙ্গে আলাপ হ'ল শৌভিকের, মীনাক্ষী তার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে চলেছে চাঁইবাসায়।

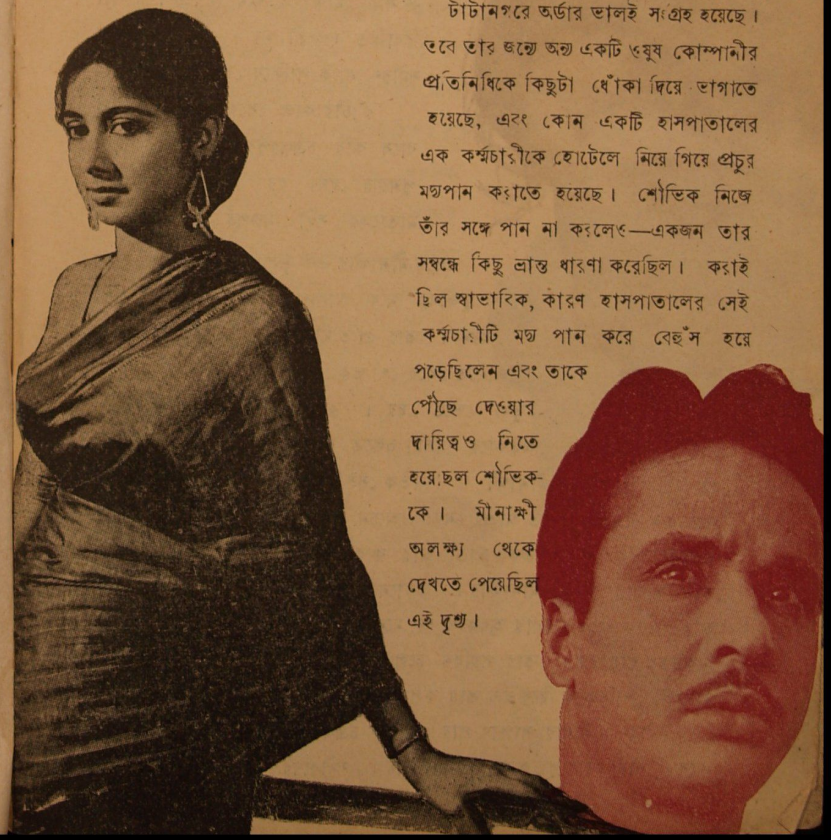

টাটানগরে অর্ডার ভালই সংগ্রহ হয়েছে। তবে তার জন্যে অন্য একটি ওষুধ কোম্পানীর প্রতিনিধিকে কিছুটা ধোঁকা দিয়ে ভাগাতে হয়েছে, এবং কোন একটি হাসপাতালের এক কর্ম্মচারীকে হোটেলে নিয়ে গিয়ে প্রচুর মদ্যপান করাতে হয়েছে। শৌভিক নিজে তাঁর সঙ্গে পান না করলেও—একজন তার সম্বন্ধে কিছু ভ্রান্ত ধারণা করেছিল। করাই ছিল স্বাভাবিক, কারণ হাসপাতালের সেই কর্ম্মচারীটি মদ্য পান করে বেহুঁস হয়ে পড়েছিলেন এবং তাকে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বও নিতে হয়েছিল শৌভিক-কে। মীনাক্ষী অলক্ষ্য থেকে দেখতে পেয়েছিল এই দৃশ্য।

মীনাক্ষী টাটানগরে ব্রেক-জার্ণি করে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে দু'একদিন থাকবার জন্যে এসেছিল। মীনাক্ষীর এই অধ্যাপক আত্মীয়টি আবার শৌভিকেরও বন্ধু। বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে শৌভিকের সঙ্গে মীনাক্ষীর হ'ল দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ—যদিও সে সাক্ষাৎ তেমন প্রীতিপ্রদ হয়ে ওঠেনি, কারণ শৌভিক সম্বন্ধে মীনাক্ষীর মনে তখন অন্য একটি ভ্রান্ত ধারণা জুড়ে বসেছিল।

টাটানগর থেকে রাঁচী যাওয়ার সময় শৌভিককে বাধ্য হয়ে ট্রেণের ফার্ষ্টক্লাশ কামরায় উঠতে হয়, সেই কামরায় আরোহী ছিল মাত্র দু'জন—সমীরণ আর সীমা, ওরাও রাঁচী যাচ্ছিল। রাঁচী ষ্টেশনে পৌঁছে শৌভিক রেল পুলিশের কাছে জানতে পারে সমীরণ ও সীমা মাঝপথে নেমে গেছে। ওরা বিবাহিত দম্পতী নয়। সীমাকে নিয়ে সমীরণ নাকি পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

রাঁচীর কাজ সেরে যখন শৌভিক বাসে করে চক্রধরপুর যায়, সেই বাসে পুনরায় দেখা হয় মীনাক্ষীর সঙ্গে। মাতালের সঙ্গী মনে করেই হয় শৌভিক সম্বন্ধে মীনাক্ষীর এই ভুল ধারণার জন্যে বাসে দুজনের মধ্যে আলাপ প্রথমে বিশেষ অগ্রসর হয়না। তার প্রতি মীনাক্ষীর এই বিরাগের কারণ জানতে পেরে শৌভিক তার ভুল ভেঙে দেয়। রাতের অন্ধকারে বাসটা চলতে চলতে হঠাৎ বিগড়ে যায়। মীনাক্ষী ও শৌভিক সেই রাত্রির জন্যে এক বৃদ্ধের বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। অচেনা জায়গায় অজানা পরিবেশে শৌভিক ছাড়া আর কারও ওপর ভরসা করবার ছিলনা মীনাক্ষীর। এখানে পরস্পরকে আরও ভালভাবে চেনবার অবকাশ হয়, মনে মনে তারা নিকটতর হয়ে ওঠে। তার পরদিন চলে যাওয়ার সময় মীনাক্ষী শৌভিককে দিয়ে যায় তার কলকাতার ঠিকানা।

সমীরণ ও মীনার সাক্ষাৎ পায় শৌভিক চক্রধরপুরে এসে। সীমা হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সমীরণের অনুরোধে শৌভিক যায় ডাক্তার ডাকতে। ডাক্তার এনে দেখে সমস্ত হোটেল ঘেরাও করেছে পুলিশ। সমীরণ ও সীমাকে তারা ধরে নিয়ে চলেছে।

সব কাজ সেরে কলকাতায় ফিরল শৌভিক, মীনাক্ষীর সঙ্গে দিনের পর দিন জমে উঠতে লাগল অন্তরঙ্গতা। বৌদি শৌভিকের কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেন, তার হৃদয়-বিনিময়ের কাহিনী ব্যক্ত হয়ে পড়ে তাঁর কাছে।

শৌভিকের দাদা কৌশিকের অফিসে ছাঁটাই চলছে। কৌশিক তার চাকরী যাওয়ার সম্বন্ধে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। অফিসের বড় বাবু আশ্বাস দিয়েছেন যে মালিক তাঁর মেয়ের জন্যে যখন পাত্র খুঁজছেন তখন তাঁর চিন্তান্বিত হওয়ার কোন কারণ নেই। মালিক এমন একটি পাত্র সন্ধান করছেন যাকে নিজের কাছে রেখে তার উন্নতির সর্ব্ববিধ সহায়তা করবেন। কৌশিকের ভাই শৌভিক সেই পাত্র হিসেবে যথেষ্ট উপযুক্ত। নিজের চাকরী বজায় রাখতে কৌশিক তার স্ত্রীর মারফৎ শৌভিকের কাছে এই বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করে। টাটানগরে অন্য কোম্পানীর মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করার জন্যে ইতিমধ্যে শৌভিকের চাকরী গেছে, তবু শৌভিক বৌদির প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর দাদার সঙ্গে তাঁর মালিকের মেয়েকে দেখতে যেতে রাজী হল শৌভিক কিন্তু সেখানে পাত্রীকে দেখে সে বিস্মিত হ'ল, পাত্রী আর কেউ নয় সমীরণের প্রণয়িনী সীমা।

বৌদি ইতিমধ্যে দেখা করেছে মীনাক্ষীর সঙ্গে, শৌভিক তার দাদার মনিবের মেয়েকে বিয়ে না করলে তাঁরা কি দুরবস্থার মধ্যে পড়বে তা জানান, আরও জানান এখানে বিয়ে করলে শৌভিক জীবনের চরম উন্নতি লাভ করবে।

নিজের ভালবাসার একনিষ্ঠতা ও অন্যজনের প্রতি আসক্ত একটি মেয়েকে বিয়ে করবার অনিচ্ছায় শৌভিক এ বিবাহে কোনো মতেই সম্মত হ'লনা। বৌদির সঙ্গে রাগারাগি করে শৌভিক গিয়ে উঠল বন্ধু ব্রজেনের হোষ্টেলে। মীনাক্ষীর সঙ্গে 'বিজলী উইমেন্‌স্ হোষ্টেলে' দেখা করতে গেল শৌভিক। সেখানে গিয়ে শুনল মীনাক্ষী তার চাকরী আর হোষ্টেল ছেড়ে কোথায় চলে গেছে কেউ জানেনা। ফিরে এসে ব্রজেনের কাছে খবর পায় কৌশিককে প্রমোশন দিয়ে তাঁর মনিব কোথায় যেনচলে গেছেন, এই চলে যাওয়ার কারণ সীমার আত্মহত্যা।

বন্ধু ব্রজেন শোভিকের চাকরীর জন্যে এক জায়গায় ইণ্টারভিউ-এর ব্যবস্থা করেছে, যার সঙ্গে ইণ্টারভিউ, সে আর কেউ নয় সমীরণ, কথায় কথায় জানা যায় সমীরণ সম্প্রতি বিবাহ করেছে। সীমা যার জন্যে আত্মহত্যা করল, সে লোকটা এমন হৃদয়হীন! হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে শৌভিক সমীরণকে প্রচণ্ড এক ঘুষি মেরে বসে। সমীরণ বলে, আপনার আঘাতের প্রত্যুত্তর পেতে হলে আপনাকে যেতে হবে আমার বাড়ীতে।

সমীরণের বাড়ীতেই এই কাহিনীর সব চেয়ে সরস অধ্যায়..... সেই অধ্যায়ে এই কাহিনীর প্রায় সব কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রের একত্রে সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে শৌভিকের দাদা কৌশিক, শৌভিকের বৌদি, ব্রজেন মীনাক্ষী ও মৃতা বলে প্রচারিত সীমার।

সঙ্গীত

(১)

নিঝুম রাত আলো আর ছায়া মাখা
আকাশে ছড়ানো তারার ময়ূর পাখা
এ রাতের পরিচয়
রূপকথা মনে হয়
জেগে জেগে শুধু স্বপ্নের ছবি আঁকা।
আকাশে ছড়ানো ... ...

এ রাত যেন গো পথের কুসম
জীবনে পেলাম কুড়ায়ে
নিশিভোরে তার সুরভি
যাবে কি হারায়ে,
হাওয়া চুপিচুপি কয়
এ রাত ভোলার নয়
প্রাণের আড়ালে স্মৃতিটুকু থাক ঢাকা,
আকাশে ছড়ানো ... ...

(২)

গান হয়ে যায়
যা কিছু মনের কথা
গান হয়ে যায় ছন্দে ভরা
পৃথিবী আজ মনে হয় স্বপ্নে গড়া
এসেছে কত ফাগুন রঙ ছড়িয়ে পলাশ বনে
আগে তো লাগেনি রঙ এমন করে এই জীবনে
ছিল না রাত্রি আমার এত মধুর জ্যোৎস্নাঝরা
পৃথিবী আজ মনে হয় ... ...
নিজেরে দেখছি আজ তোমার চোখে
নতুন করে
তোমারি ভাবনা যেন ভ্রমর হয়ে ভোলায় মোরে
বুঝেছি সূর্যমুখীর বুকের মাঝে কোন্ পিয়াসী
জেনেছি নীল আকাশের পাখী যে চায়
একটি বাসা
হৃদয়ে কে যেন আজ আপনি হল সয়ম্বরা।

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।

পি-এ ফিলমসের হাসির ছবি
আশাপূর্ণা দেবী রচিত
আহ’লে
ভূমিকায় · সন্ধ্যা রায় · দিলীপ · অমিত · বিকাশ · পাহাড়ী · মলিনা · রেণুকা · রবি ঘোষ
পরিচালনা · গুরু বাগচী · সঙ্গীত · সুধীন দাশগুপ্ত · মিতালী ফিল্মস পরিবেশিত